The Chittagong University Journal of Arts and Humanities
ISSN 1993-5536
VOL.XXXVI, 2020 (pp. 135 - 144)
Published in November 2024

নিজামি গাঞ্জুবি ও তাঁর পঞ্চরত্ন

ড. আব্দুল করিম *

সারসংক্ষেপ: ইরানের সেলজুকি যুগের সময়কালে ফারসি সাহিত্যে যে কয়েকজন দিকপালের আবির্ভাব ঘটে তাঁদের মধ্যে অন্যতম হলেন নিজামি গাঞ্জুবি। যদিও তিনি একজন রোমান্টিক কবি ছিলেন তথাপি তাঁর কাব্যে আধ্যাত্মিক দর্শন প্রতিফলিত হয়েছে। ফলে তাঁকে একজন আধ্যাত্মিক কবিও বলা চলে। তিনি পাঁচটি মাসনাভি কাব্যগ্রন্থ রচনা করেন যাকে *খামসায়ে নিজামি* বা *পাঞ্জেগাঞ্জে নিজামি* (নিজামির পঞ্চরত্ন) বলা হয়। এসব কাব্যগ্রন্থ হলো- *মাখযানুল আসরার*, *খসরু ওয়া শিরিন*, *লাইলি ওয়া মাজনুন*, *হাফ্ত পেইকর* ও *এস্কান্দরনামা*। কবি *মাখযানুল আসরার* কাব্যগ্রন্থে চারিত্রিক ও আধ্যাত্মিক বিষয় নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। এ কাব্যগ্রন্থে আধ্যাত্মিকতার বিভিন্ন স্তরসমূহ বর্ণনার পাশাপাশি সৃষ্টি ও স্রষ্টার মাঝে সম্পর্ক তৈরির মাধ্যমসমূহ অত্যন্ত চমৎকারভাবে কাব্যাকারে উপস্থাপন করেছেন। এছাড়া *খসরু ওয়া শিরিন*, *লাইলি ওয়া মাজনুন*, *হাফ্ত পেইকর* প্রভৃতি কাব্যগ্রন্থ তাঁর বিখ্যাত রোমান্টিক উপাখ্যান। এসব কাব্যগ্রন্থে তিনি প্রেমের গভীর আবেগ-অনুভূতি, মান-অভিমান, অভিযোগ-অনুযোগ, মিলন-বিরহ, হাসি-আনন্দ প্রভৃতি অত্যন্ত চমৎকার প্রকাশ ভঙ্গির মাধ্যমে উপস্থাপন করেছেন। যা সফলতার সাথে পাঠকদের হৃদয় জয় করতে সক্ষম হয়েছে। এ ছাড়াও তাঁর বিশ হাজার বেইত বিশিষ্ট একটি *দিওয়ান* কাব্যগ্রন্থ রয়েছে। আলোচ্য প্রবন্ধে নিজামি গাঞ্জুবির জীবন ও তাঁর সাহিত্যকর্মসমূহ আলোকপাত করা হয়েছে।

ভূমিকা :

হাকিম জামাল উদ্দিন আবু মোহাম্মদ ইলিয়াস বিন ইউসুফ বিন যাকি বিন মুয়াইয়্যেদ নিজামি গাঞ্জুবি আজারবাইজানের নিকটবর্তী গাঞ্জ নামক স্থানে ১১৪০ খ্রিষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি কুরআন, হাদিস ও ধর্মশাস্ত্র সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয়ে ব্যুৎপত্তি অর্জনের পাশাপাশি অধ্যাত্ম সাধনায় আত্মনিয়োগ করেন এবং একজন সুফি কবি হিসেবে পরিচিতি লাভ করেন। এছাড়াও তিনি ভাষাতত্ত্ব, ইতিহাস ও জ্যোতির্বিদ্যায় পারঙ্গমতা অর্জন করেন। তাঁর রচিত *পঞ্চরত্ন* কাব্যগ্রন্থসমূহ শুধু ইরানেই নয়, পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে জনপ্রিয় ও খ্যাতি লাভ করে। ইরানি কবি শেখ সাদি, হাফিজ শিরাজি, আব্দুর রহমান জামি প্রমুখ বিখ্যাত কবিগণ নিজামি গাঞ্জুবির কবিত্বের অসংখ্য প্রশংসা করেছেন। তাঁর এসব কাব্যগ্রন্থ ফরাসি, ইংরেজি, আরবি, উর্দু ও বাংলা প্রভৃতি ভাষায় অনূদিত হয়েছে।

কবি পরিচিতি :

মুসলিম জগতের অন্যতম জনপ্রিয় রোমান্টিক কবি নিজামি গাঞ্জুবির প্রকৃত নাম ইলিয়াস (নিজামি গাঞ্জুবি ৯)। উপাধি নিজাম উদ্দিন (সারভাত ৩২) ও জামাল উদ্দিন (নিজামি গাঞ্জুবি ৯)। উপনাম আবু মোহাম্মদ (নেযাদ ৭) এবং ছদ্মনাম নিজামি। তাঁর পিতার নাম ইউসুফ এবং দাদার নাম যাকি। তাঁর মাতার নাম রাইসা (রাযি ২৮৬)। তিনি উত্তর ইরানের আজারবাইজানের গাঞ্জে জন্মগ্রহণ করেছেন বলে তাঁর উপাধি হয়েছে গাঞ্জুবি। তবে তিনি ইরানে নিজামি গাঞ্জুবি নামেই সমধিক পরিচিত। নিচে নিজামি গাঞ্জুবির বংশ পরিচয় সম্পর্কে তাঁর নিজের রচিত কয়েকটি বেইত উদ্ধৃতি হিসেবে দেওয়া হলো-

* সহযোগী অধ্যাপক, ফারসি ভাষা ও সাহিত্য বিভাগ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়।

گر شد پدرم به سنت جد یوسف پسر زکی مؤید
با دور بد اوری چه کوشم دورست نه جور چون خروشم
گر مادر من رئیسهٔ کرد مادر صفتانه پیش من مرد
(নিজামি গাঞ্জুবি ৩৭৭)

যদিও আমার পিতা আমার দাদার নীতি অনুসারী ছিলেন,
ইউসুফ যাকি মুয়াইয়্যেদের পুত্র ছিলেন।
আমি কালের আবর্তনের সাথে বিচার নিষ্পত্তিতে কি প্রচেষ্টা করবো,
কালের আবর্তন হলো খাবার সময় কাউকে অত্যাচার না করা।
যদিও আমার মা ছিল রাইসা,
আমার গুণবতী মা আগেই মৃত্যুবরণ করেছেন।

নিজামি গাঞ্জুবি আজারবাইজানের নিকটবর্তী গাঞ্জ[১] নামক স্থানে ১১৪০ খ্রিষ্টাব্দে (মতান্তরে ১১২৬, ১১৩৬, ১১৩৯, ১১৪১, ১১৪৬ ও ১১৫৭ খ্রি.) জন্মগ্রহণ করেন (যানযানি ১১)। তাঁর মাতা কুর্দি এক সম্ভ্রান্ত পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার বংশ মায়ের বংশের ন্যায় সম্মান ও মর্যাদার আসনে অধিষ্ঠিত ছিলো। তিনি নিজেও ব্যক্তিগত জীবনে স্বীয় প্রতিভা বলে মর্যাদার আসনে সমাসীন হন। বাল্যকালেই তাঁর পিতা-মাতা মারা যান। তবে তিনি পিতা-মাতাকে হারিয়ে শোকে মুহ্যমান হয়ে পড়েননি। তিনি মনের দৃঢ়তা ও সাহস নিয়ে জীবন সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়েন। নিজামি গাঞ্জুবির মতে, পূর্বপুরুষদের রীতি অনুযায়ী পিতা-মাতা অকালেই জান্নাতবাসী হলেন। এ বিষয়ে অদৃষ্টের সাথে ঝগড়া করে কি হবে? কারো পিতা-মাতা তো চিরকাল বেঁচে থাকে না। চিন্তার এই সরলতা নিজামি গাঞ্জুবি মাতার কাছে থেকেই লাভ করেছিলেন (সারভাত ৩৩)।

নিজামি গাঞ্জুবি প্রাথমিক শিক্ষা তাঁর পিতার কাছে থেকে অর্জন করেন। শৈশবে তিনি আরবি ও ফারসিতে ব্যুৎপত্তি লাভ করেন। এর পাশাপাশি তিনি কুরআন, হাদিস ও ফিকাহ শাস্ত্রে গভীর জ্ঞানার্জন করেন। পরবর্তীকালে তিনি উচ্চ শিক্ষায় মনোনিবেশ করেন। তিনি শিক্ষিত বংশে জন্মগ্রহণের ফলে প্রাথমিক জীবনের কবিতাগুলো থেকেই তাঁর মধ্যেও পাণ্ডিত্যের প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। শৈশবে নিজামি গাঞ্জুবির পিতা-মাতার মৃত্যুর পরও তাঁর জ্ঞানার্জনের ক্ষেত্রে কোনো প্রভাব পড়েনি। স্বীয় অধ্যাবসায় গুণে তিনি সাহিত্য ও ধর্মীয় প্রভৃতি বিষয়ে গভীর জ্ঞানার্জন করেন (বাদাখশানি ৩৮১)।

নিজামি গাঞ্জুবি কুরআন, হাদিস ও ধর্মশাস্ত্র সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয়ে ব্যুৎপত্তি অর্জনের পর অধ্যাত্ম সাধনায় আত্মনিয়োগ করেন। তিনি সমকালীন জ্ঞান জগতের সকল শাখায় বিচরণ করেন। বিশেষকরে তিনি ভাষাতত্ত্ব, ইতিহাস ও জ্যোতির্বিদ্যায় পারঙ্গমতা অর্জন করেন (Ahmad 146)। তাঁর জন্মস্থান গাঞ্জে অসংখ্য পণ্ডিত ও বিজ্ঞ মনীষীদের অবস্থান ছিলো। তাঁদের কাছ থেকেও তিনি বিভিন্ন বিষয়ে গভীর জ্ঞানার্জন করেন। বিশেষ করে তিনি সুফিসাধক মাওলানা শেখ ফারাজ রায়হানির কাছে থেকে অধ্যাত্মবাদের বিভিন্ন বিষয়ে গভীর জ্ঞানার্জন করতে সক্ষম হন (বরকতুল্লাহ ১৬৩)। নিজামি গাঞ্জুবির মৃত্যু সাল নিয়ে মতভেদ রয়েছে। কেউ কেউ বলেন- তিনি ৫৯২ হিজরি মোতাবেক ১১৯৬ খ্রিষ্টাব্দে মৃত্যুবরণ করেন। তবে ই.জি. ব্রাউন এর মতে, নিজামি গাঞ্জুবি ৬৩ বছর বয়সে ৫৯৯ হিজরি মোতাবেক ১২০২ অথবা ১২০৩ খ্রিষ্টাব্দে পরলোক গমন করেন (Browne 401)। তাঁকে আজারবাইজানের গাঞ্জেই সমাহিত করা হয় (কালাম সরকার ৯৯)।

নিজামি গাঞ্জুবির সাহিত্যকর্ম :

নিজামি গাঞ্জুবির রচিত কাব্যসাহিত্য ফারসি সাহিত্য ভাণ্ডারকে সমুন্নত করেছে। তিনি পাঁচটি মাসনাভি রচনা করেছেন যাকে *খামসায়ে নিজামি* বলা হয়ে থাকে। কেউ কেউ তাঁর এই পাঁচটি মাসনাভির গুরুত্ব অনুসারে একে *পাঞ্জেগাঞ্জে নিজামি* বা নিজামির পঞ্চরত্ন বলেও আখ্যায়িত করেছেন (Wilber 47)। এ ছাড়াও তিনি *দিওয়ানে নিজামি* নামে একটি কাব্যগ্রন্থ রচনা করেন।

***মাখযানুল আসরার (مخزن الاسرار)* :**

কবি নিজামি গাঞ্জুবি রচিত প্রথম মাসনাভি কাব্য গ্রন্থের নাম হলো- *মাখযানুল আসরার*। মাখযান শব্দের অর্থ ভাণ্ডার আর আসরার শব্দের অর্থ রহস্য। সুতরাং *মাখযানুল আসরার*-এর অর্থ হলো রহস্যের ভাণ্ডার। কবি *মাখযানুল আসরার* কাব্যগ্রন্থটি ফখরুদ্দিন বাহরাম শাহ বিন দাউদ বিন ইসহাক এবং আজারবাইজানের গভর্নর কিজিল আরসালানের নামে উৎসর্গ করেছেন। এ কাব্যগ্রন্থটি প্রায় ৫৭০ হিজরিতে রচনা করেন। এ কাব্যগ্রন্থটিতে ২০টি অধ্যায় রয়েছে (সাফা ৮০২)। কবি নিজামি গাঞ্জুবি রচিত *মাখযানুল আসরার* কাব্যগ্রন্থে ২,২৬০টি পঙ্‌ক্তি রয়েছে (সোবহানি ১৬৩)। কারো কারো মতে ২,৪০০টি পঙ্‌ক্তি রয়েছে (নিজামি গাঞ্জুবি ৭৪)। আবার কেউ কেউ ২,২৮৮টি পঙ্‌ক্তি বলেও মত দিয়েছেন (যানযানি ২৪)। নিচে এ কাব্যগ্রন্থটির রচনার সাল সম্পর্কে হাকিম নিজামি গাঞ্জুবি বলেন-

پانصد و هفتاد بس ایام خواب روز بلند است بمجلس شتاب

(নিজামি গাঞ্জুবি ৫৬)

পাঁচশত সত্তর সালে যথেষ্ট নিদ্রার পর
দ্রুততম অধিবেশনের প্রতি দীর্ঘ দিবস পতিত হলো।

নিজামি গাঞ্জুবি রচিত *মাখযানুল আসরার* হলো সানায়ির *হাদিকাতুল হাকিকত* এবং জালালুদ্দিন রুমির *মাসনাভি* এর পদ্ধতিতে বিভিন্ন গল্পের মাধ্যমে সুফিবাদ বিষয়ে বিশদভাবে বর্ণিত হয়েছে। এ কাব্যগ্রন্থটি অসংখ্য নীতিমূলক উপদেশ বাণী রয়েছে (পাল ৮১)। এ কাব্যগ্রন্থের শুরুতে মহান আল্লাহ তায়ালা ও রাসুল (সা.) এর প্রশংসায় কবিতা রচনা করা হয়েছে। এ কাব্যগ্রন্থে কবি চারিত্রিক ও আধ্যাত্মিক বিষয় নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। এ ছাড়াও *মাখযানুল আসরার* কাব্যগ্রন্থে আধ্যাত্মিকতার বিভিন্ন স্তরসমূহ বর্ণনার পাশাপাশি সৃষ্টি ও স্রষ্টার মাঝে সম্পর্ক তৈরির মাধ্যমসমূহ অত্যন্ত চমৎকারভাবে কাব্যাকারে উপস্থাপন করেছেন। কবি এ কাব্যগ্রন্থে যে বিষয়টি বেশি গুরুত্বারোপ করেছেন সেটি হলো আত্মা। ফারসি সাহিত্যে যে সকল কবি-সাহিত্যিক অধ্যাত্মবাদ নিয়ে আলোচনা করেছে তার প্রত্যেকটির মূল বিষয়বস্তু হলো আত্মা। কারণ অধ্যাত্মবাদ মূলত আত্মার সাথেই সম্পৃক্ত (Ahmad 12)। এ কাব্যে চিন্তামূলক বা দর্শন বিষয়ের ক্ষেত্রে কুরআনের আয়াত, হাদিস, বিভিন্ন প্রকারের বিজ্ঞান, দর্শন শাস্ত্রীয় বিষয়ের প্রতি বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছেন। নিচে নিজামি গাঞ্জুবি রচিত *মাখযানুল আসরার* কাব্যগ্রন্থ থেকে দু'টি বেইত তুলে ধরা হলো-

ای گهر تاج فرستاد گان تاج ده گوهر آزاد گان
هرچه بیگانه و خیل توان جمله در این خانه طفیل تواند

(নিজামি গাঞ্জুবি ৩৯)

হে মূল্যবান রত্ন (রাসুল) প্রেরিতদের মুকুটধারী
মুকুট দাও স্বাধীন মহামূল্যবানদের।
যা কিছু অজানা ও অযাচিত সে সম্পর্কে তিনি সক্ষম
ইহজগতের সকল পরগাছা সম্পর্কে তিনি সক্ষম।

খসরু ওয়া শিরিন (خسرو و شیرین) :

নিজামি গাঞ্জুবির দ্বিতীয় বিখ্যাত রোমান্স উপাখ্যান হলো- *খসরু ওয়া শিরিন*। এ কাব্যগ্রন্থের কাহিনী সামানি যুগের একটি গল্প থেকে নেওয়া হয়েছে। এ মাসনাবি গ্রন্থটি ৫৭১-৪ হিজরি মোতাবেক ১১৭৭-৮১ খ্রিষ্টাব্দে রচনা করেন। এটি আজারবাইজানের গভর্নর কিজিল আরসালান এবং সর্বশেষ সেলজুকি বাদশা তুগরিল বিন আরসালানের নামে উৎসর্গ করেন (শাফাক ২২১)। তাঁর রচিত *খসরু ওয়া শিরিন* কাব্যগ্রন্থের পঙ্‌ক্তি সংখ্যা নিয়ে মতভেদ রয়েছে। এ. জে. আরবেরির মতে, *খসরু ওয়া শিরিন* কাব্যগ্রন্থে ৭,০০০টি পঙ্‌ক্তি রয়েছে (Arberry 124)। এ ছাড়া যবিহ উল্লাহ সাফা এর মতে, ৬,৫০০টি (সাফা ৮০২)। এবং সাঈদ নাফিসি এর মতে, ৭,৭০০টি পঙ্‌ক্তি রয়েছে (নিজামি গাঞ্জুবি ৭৮)। এটি রচনা সম্পন্ন হওয়ার পর আজারবাইজানের গভর্নর কিজিল আরসালান নিজামি গাঞ্জুবিকে তাঁর দরবারে আমন্ত্রণ জানান। নিজামি গাঞ্জুবি তাঁর দরবারে গমন করলে গভর্নর তাঁকে সমাদর ও পুরস্কার হিসেবে দু'টি গ্রাম (Nijan ও Hamduniyan) প্রদান করেন (Ahmad 148)। হাকিম নিজামি *খসরু ওয়া শিরিন* কাব্যগ্রন্থ থেকে একটি কবিতা তাঁর সামনে আবৃত্তি করে শুনালেন। এতে বাদশা তাঁর কবিতার প্রতি খুবই আকৃষ্ট হলেন এবং নিজামির প্রশংসা করলেন। এ সম্পর্কে হাকিম নিজামি গাঞ্জুবির কয়েকটি বেইত উল্লেখ করা হলো-

در آمد راوی و برخواند چون در ثنایی کان بساز از گنج شد پر
حدیثم را چو خسرو گوش میکرد ز شیرینی دهن پر نوش میکرد
حکایت چون بشرینی در آمد حدیث خسرو و شیرین بر آمد
شهنشه دست برد و شم نهاده تحسین حلقه در گوشم نهاده
شکر ریزان همی کرد از عنایت حدیث خسرو و شیرین حکایت

(নিজামি গাঞ্জুবি ৯)

যখন আবৃত্তিকারক আসলো এবং আবৃত্তি করলো
যেনো প্রশংসার চাদরে গাঞ্জ পূর্ণ হয়ে গেলো।
যখন আমার কথা খসরু শুনলেন
তাঁর মুখ সুমিষ্ট পানীয়তে পরিপূর্ণ হলো।
যখন শিরিনের গল্প শুরু হলো
তখন খসরু ও শিরিনের বর্ণনা আসলো।
যখন রাতের খাবারে বাদশা হাত দিলেন
তাঁর প্রশংসার বলয় আমার কানে আসলো।
ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চিনির খণ্ডের ন্যায়
খসরু ও শিরিনের গল্পের প্রতি আগ্রহ দেখালো।

এ কাব্যগ্রন্থের প্রেমিকা হলেন শিরিন আর প্রেমিক হলেন খসরু। এই প্রেমিক খসরু বুকের ভেতর একজন নারীর

ছবি অঙ্কন করেছিলেন যা শিরিনের অবয়বের সাথে হুবহু মিলে যায়। তাই শিরিনকে প্রথমবার দেখেই তাঁর হৃদয়ে প্রেমের আগুন জ্বলে উঠে। শিরিন সুন্দরীর এক বিরল দৃষ্টান্ত ছিলো। রূপে-গুণে তাঁর কোনো কমতি ছিলো না। রূপ ও গুণে রূপায়িত শিরিনের প্রেমে আসক্ত হয়ে খসরুর মনে মিলনের মাধ্যমে প্রেমের পূর্ণতা পেতে সাধ জাগে এবং সময়ের ব্যবধানে সেটি বাস্তবে রূপও লাভ করে। আর এই মিলনের মধ্যে দিয়েই খসরু ও শিরিনের প্রেমের পরিপূর্ণতা লাভ করে।

অপরদিকে প্রস্তর খোদাইকারী এক দরিদ্র যুবক ফরহাদ শিরিনের প্রেমে আকৃষ্ট হয়। ফরহাদ শিরিনের প্রেমে আসক্ত হয়ে দুনিয়ার সকল চিন্তা-চেতনা থেকে দূরে সরে যায়। ফরহাদ দিন-রাত শিরিনকে নিয়েই নিমগ্ন থাকতো। যেদিকে তাকায় সেদিকেই শিরিনকে দেখতে পায়। তার এই প্রেমের পাগলামীর খবর শিরিনের কাছে পৌঁছে। শিরিন তখন ফরহাদকে দেখার ইচ্ছা পোষণ করেন এবং পরবর্তীতে তার কাছে আগমন করেন।

ফরহাদের প্রেমের খবর যখন খসরুর কাছে পৌঁছল তখন খসরু প্রথমে তার সাহস দেখে আশ্চর্য হলেন। কিন্তু পরবর্তীতে এটাকে নিছক পাগলামী মনে করেন। খসরু ফরহাদের প্রেম সম্পর্কে অবগত হওয়ার পর তাকে দরবারে ডেকে আনলেন। এ সময়ে নিজ কানে ফরহাদের প্রেমের অনুভূতি ও অভিব্যক্তি শুনে তিনি বিস্ময় প্রকাশ করলেন। ফরহাদের প্রেমের অনুভূতি শুনে খসরু তাকে শর্ত দিলেন যে, যদি বিসতুন পর্বতমালা কেটে ওপারের জলধারা এপারে প্রবাহিত করতে পারো তবেই শিরিনকে তুমি পাবে। ফরহাদ খসরুর দেওয়া শর্ত মেনে নিলেন। ফরহাদ প্রাণের চেয়ে প্রিয় শিরিনকে পাওয়ায় আশায় বিসতুন পর্বতমালা কর্তন করা শুরু করে দিলেন। তিনি অসাধ্য সাধনের কামনা নিয়ে পর্বতের এক গুহায় আশ্রয় নিলেন এবং পর্বতের এক পাশে শিরিনের শিলামূর্তি অংকন করলেন। এটি প্রতিনিয়ত দেখে তার মন কঠিন এক জীবন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার মানসিক শক্তি ফিরে পায়। বহুদিন যাবৎ এই পর্বত কাটতে লাগলো। এইভাবে ক্রমে সে শিলাক্ষেত্রে এক গভীর খাদ খনন করলো। ধাপে ধাপে জলস্রোত তুঙ্গ গিরিশৃঙ্গ থেকে কলনাদে নেমে আসলো। মেঘ গর্জনে সে ধারা প্রবাহিনী সৃষ্টি করে দিগন্তের পানে ছুটলো। সকলেই তার এই কঠোর শ্রম দেখতে এসে অবাক হতে লাগলো। অবশেষে ফরহাদের দুঃখ-কষ্টের প্রায় অবসান হতে যাচ্ছে। হঠাৎ একদিন খসরুর দূত এসে বলল, কেনো তুমি এই প্রাণান্তকর পরিশ্রম করছো? তোমার শিরিন এই দুনিয়াতে বেঁচে নেই। তোমার শিরিন দুই সপ্তাহ পূর্বেই ইহলোক থেকে বিদায় নিয়েছে। এই খবর শুনে ফরহাদের মাথায় বজ্রাঘাত নেমে আসলো। তার আর বেঁচে থাকার ইচ্ছা থাকলো না। তার অন্তরের অন্তঃস্থল নিংড়িয়ে একবার ক্ষীণ শিরিন শব্দটা দীর্ঘশ্বাসের দ্বারা বের হয়ে আসলো। হাত দু'টি ঊর্ধ্বে উত্থিত হলো। রোদ্রোজ্জ্বল কুঠার ঝকঝক করে সুদূর শূন্যে নিক্ষিপ্ত হলো। আর ফরহাদ সেই তুঙ্গগিরি শিখর থেকে এক লাফে শিরিনের নাম উচ্চারণ করে অতল তলে লুটিয়ে পড়ল। ফরহাদ শিরিনের শোকে চিরবিদায় নিল। কবি নিজামি গাঞ্জুবি এই ত্রিভূজ প্রেমের আবেগময় বর্ণনার মাধ্যমেই *খসরু ওয়া শিরিন* প্রেমোখ্যানের পরিসমাপ্তি টেনেছেন।

কবি নিজামি গাঞ্জুবি *খসরু ওয়া শিরিন* কাব্যগ্রন্থে প্রেমিকা শিরিনের রূপের বর্ণনা করতে গিয়ে কখনো বাগানের ফুটন্ত ফুল, আবার আকাশের জ্বলন্ত চাঁদ, আবার পাহাড়ের প্রবাহিত ঝর্ণার সাথে তুলনা করেছেন। ইয়েমেনের রক্তবর্ণ আকীক পাথরের সাথে তাঁর দু'টি গাল এবং একনিষ্ঠ প্রেমিকের সাথে তাঁর ঠোঁটকে তুলনা করেছেন। তাঁর গালে বসিয়েছেন প্রেমের তিলক যাকে দেখে হাজারো প্রেমিক পুরুষ তাঁর প্রতি আসক্ত হবে। তাঁর চক্ষুদ্বয়কে তুলনা করেছেন হরিনীর সাথে, তাঁর বক্ষকে তুলনা করেছেন রূপালী বর্ণের শীষের সাথে, যেখান থেকে প্রতিনিয়ত প্রবাহিত হচ্ছে ফুলের সুগন্ধি। তাঁর কানকে তুলনা করেছেন উজ্জ্বল জীবন্ত মুক্তার সাথে, যা থেকে হাজারো

প্রেমিক তাঁর প্রেমে পড়বে। তাঁর দাঁতগুলো তুলনা করেছেন স্বর্ণ-মুক্তার সাথে, যার হাসিতে দূর থেকে আলো চমকাতে থাকে আর মুক্তা ঝরে। অবশেষে শিরিনকে বেহেশতের হুরের সাথে তুলনা করেছেন। কবি নিজামি গাঞ্জুবির দৃষ্টিতে হুরেরা বেহেশতে সুন্দর আর এই পৃথিবীর শিরিন হলো বেহেশতের হুরের সাদৃশ (নিজামি গাঞ্জুবি ৪৭৭)। কবি নিজামি গাঞ্জুবি রচিত *লাইলি ওয়া মাজনুন* কাব্যগ্রন্থ থেকে কয়েকটি নিচে বেইত উদ্ধৃতি করা হলো-

خبر بردند شیرین را که فرهاد بماهی حوضه بست و جوی بگشاد
چنان کز گوسفندان شام و شبگیر بحوض آید بپای خویشتن شیر
بهشتی پیکر آمد سوی آن دشت بنگرد جوی شیرو حوض بر گشت

(নিজামি গাঞ্জুবি ২১৫)

ফরহাদের খবর শিরিনকে দেওয়া হলো
চৌবাচ্চার মুখ বন্ধ হয়ে গেছে অববাহিকা খুলে গেছে
মেষ ও রাতের পাখির খাবার থেকে
চৌবাচ্চার দিকে পায়ে হেটে এসেছে সিংহের ভয়ে।
ঐ মরুভূমিতে বেহেশতের হুর এসেছে
পানির ঝর্ণার দিকে দৃষ্টি দিল আর চৌবাচ্চা বন্ধ হয়ে গেল।

লাইলি ওয়া মাজনুন (ليلى و مجنون) :

নিজামি গাঞ্জুবির তৃতীয় মাসনাভি কাব্যগ্রন্থ হলো- *লাইলি ওয়া মাজনুন*। কবি এই প্রণয়কাহিনীটি ৫৮৪ হিজরি মোতাবেক ১১৮৮ খ্রিষ্টাব্দে চার মাসে রচনা করেন (কেশাভারযি ৩২৮)। এ কাব্যগ্রন্থের পঙ্‌ক্তি সংখ্যা নিয়ে মতভেদ রয়েছে। ই. জি. ব্রাউন এর মতে, ৪,০০০টি পঙ্‌ক্তি রয়েছে (Browne 407)। সাঈদ নাফিসি এর মতে, ৫,১০০টি (নিজামি গাঞ্জুবি ৯৩), মানসুর সারভাত এর মতে, ৬,৫০০টি (সারভাত ৫৩), এবং পারভিন শাকিবার মতে, ৪,৭০০টি পঙ্‌ক্তি রয়েছে (শাকিবা ১০৬)।

নিজামি গাঞ্জুবি রচিত *লাইলি ওয়া মাজনুন* কাব্যগ্রন্থটি বিখ্যাত ও জনপ্রিয় রোমান্স উপাখ্যান। এই মাসনাভি গ্রন্থটিতে লাইলি প্রেমিকা আর মাজনুন হলো প্রেমিক। মাজনুন এর প্রকৃত নাম কায়েস। লাইলির প্রেমে উন্মাদ হওয়ায় তাঁর নাম হয় মাজনুন। তাঁরা একে অপরকে প্রাণের চেয়ে বেশি ভালোবাসতেন। তাঁরা যখন পরস্পরের প্রেমে পাগলপারা তখন লাইলির পিতা মাজনুনকে প্রত্যাখ্যান করে এবং তাঁদের প্রেমে বাঁধা হয়ে দাঁড়ায়। লাইলির বাবা কোনোভাবেই তাঁদের নিষ্পাপ প্রেম মেনে নিলেন না। মাজনুন যখন শত চেষ্টা করে ব্যর্থ হলেন তখন তিনি লাইলির বিরহে উদাসীন হয়ে গৃহত্যাগ করে মরুপ্রান্তরে ঘুরে বেড়ায় আর লাইলির নাম জপতে থাকেন। তাঁর মনে তীব্র আকাঙ্ক্ষা যে, কোনো একদিন হয়তো লাইলিকে আপন করে পাবে। কিন্তু মাজনুনের এই আশা কোনো সময়ে বাস্তবায়ন হয়নি। অপর দিকে লাইলিও তাঁর প্রেমিকের জন্য বিমর্ষ হয়ে পড়েন। মাজনুনের প্রেম ও আত্মত্যাগের কাহিনী ছড়িয়ে পড়লে নওফল নামক এক যুবক মাজনুনকে সাহায্য করার জন্য এগিয়ে আসেন। সে লাইলির পিতার সাথে যুদ্ধ করে তাঁকে পরাজিত করেন এবং লাইলিকে মাজনুনের কাছে বিয়ে দিতে আদেশ দিলেন। কিন্তু লাইলির পিতা তাতেও রাজি হলেন না। ফলে মাজনুন মাতাল ও দেওয়ানা হয়ে গভীর মরুভূমিতে চলে যায়। একদিন হঠাৎ এক অজানা পথিক সংবাদ দিলেন যে, লাইলিকে ইবনে সালাম বিয়ে করেছেন। এদিকে ইবনে সালামও লাইলিকে গভীর ভালোবাসতেন। কিন্তু এই ভালোবাসা তাঁর জীবনে সুখ বয়ে আনতে পারেনি।

মাজনুন লাইলির বিয়ের খবর পেয়ে দুঃখের সাগরে ভাসতে থাকেন। মাজনুনের পিতা একাধিকবার তাকে ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করেছেন কিন্তু কোনোক্রমে সে আর ফিরে আসলেন না। অপরদিকে লাইলিও মাজনুনের জন্য পাগল প্রায়। সর্বদা মাজনুনের কথা ভেবে নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে যাওয়ার উপক্রম। তাই প্রেমের টানে লাইলি একদিন গোপনে প্রহরীর দৃষ্টি এড়িয়ে মাজনুনের সন্ধানে বের হলেন। অনেক কষ্ট সহ্য করে শেষ পর্যন্ত লাইলির প্রাণের চেয়ে প্রিয় মাজনুনের কাছে পৌঁছলেন। লাইলি মাজনুনকে আদর করে ডাকছেন কিন্তু মাজনুন তাঁকে চিনতে পারলেন না। আর এ দৃশ্য কোনোক্রমেই লাইলি মেনে নিতে পারলেন না। ফলে মনের কষ্ট নিয়ে লাইলি নিজ গৃহে ফিরে আসলেন। কিছু দিন পর মাজনুনের শোকে লাইলিও দৃষ্টিশক্তি হারিয়ে ফেলেন এবং মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়লেন। অপর দিকে মাজনুনেরও স্বাস্থ্য হানীর কারণে মৃত্যু হয়। তাঁদের মরদেহ উভয় পক্ষের সম্মতিক্রমে একই কবরে সমাহিত করা হয়। কবি নিজামি গাঞ্জুবি এই পর্যায়ে বিয়োগান্তক এ সব ব্যাথার চিত্র আকঁতে গিয়ে নিজেই কষ্টে অস্বস্তিবোধ করেছিলেন। ফলে এ কাহিনীর শেষান্তে এসে লাইলি ও মাজনুনের স্বর্গপুরীতে বিয়ে ও মিলন দেখিয়ে এ অপূর্ব প্রেমকাব্যের সমাপ্তি করেছেন। নিচে হাকিম নিজামি গাঞ্জুবি *লাইলি ওয়া মাজনুন* কাব্যগ্রন্থ থেকে দু'টি বেইত উদাহরণ স্বরূপ তুলে ধরা হলো-

ای نام تو بهترین سر آغاز بی نام تو نامه کی کنم باز
ای یاد تو مونس روانم جز تو نیست بر زبانم

(নিজামি গাঞ্জুবি ৩৫০)

হে খোদা তোমার নামেই সর্বোত্তম শুভ সূচনা হয়
তোমার নাম ব্যতীত কখন চিঠি উন্মুক্ত করেছি।
তোমার স্মরণে আমার আত্মা হয় গতিশীল
তুমি ব্যতীত আমার ভাষায় আর কিছুই নেই।

লাইলি এবং মাজনুন প্রেমকাহিনীটি মূলত একটি কাল্পনিক উপখ্যান। এই অপরূপ উপখ্যানটি কার সন্তান-সন্ততি তা আজও সঠিকভাবে জানা যায়নি। আরবি সাহিত্যের ইতিহাসে এই উপখ্যানের বিষয় নীরব। ধারণা করা হয় এই কাহিনীটি আরবে উদ্ভূত নয়। যদিও ঘটনার স্থান আরবে এবং পাত্র-পাত্রী আরবীয় (বাহ্‌রাম খাঁ ২৮)।

হাফত পেইকার (هفت پیکر) :

নিজামি গাঞ্জুবির চতুর্থ মাসনাভি কাব্যগ্রন্থ হলো- *হাফত পেইকার*। হাফত শব্দের অর্থ সাত আর পেইকার শব্দের অর্থ ছবি সুতরাং *হাফত পেইকার* এর আভিধানিক অর্থ সাতটি ছবি। এটি *বাহরাম নামা* ও *হাফত গুনবাদ* নামেও পরিচিত। নিজামি গাঞ্জুবি এ কাব্যগ্রন্থটি হিজরির ৫৯৩ হিজরি মোতাবেক ১১৯৬ খ্রিষ্টাব্দে আলাউদ্দিন আরসেলানের নামে উৎসর্গ করেন। এতে সাসানি রাজবংশের বিখ্যাত বাদশাহ বাহরাম গোরের বীরত্ব ও প্রণয়কাহিনী কাব্যাকারে রচনা করা হয়েছে (সাফা ৮০৩-৮০৪)। *হাফত পেইকার* কাব্যগ্রন্থের পঙ্‌ক্তি সংখ্যা নিয়ে গবেষকদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। সাঈদ নাফিসি এর মতে, ৫,৬০০টি (নিজামি গাঞ্জুবি ৯৩), এবং মানসুর সারভাত এর মতে, ৫,১৩৬টি পঙ্‌ক্তি রয়েছে (সারভাত ৫৪)। কবি নিজামি গাঞ্জুবি এ কাব্যগ্রন্থে বাহরাম গোরের জন্মবৃত্তান্ত ও তাঁর মুসলমান হওয়ার কাহিনী, বাহরাম গোরের পিতার মৃত্যুর সংবাদ প্রাপ্তির বিবরণ, হযরত সোলায়মান (আ.) এর আপন বিবির সাথে কথোপকোথন, বৃদ্ধ কর্তৃক বাহরাম গোরকে দেওয়া উপদেশ, বাহরাম গোর বিচারে বসে সকল বন্দীকে মুক্ত করে দেওয়ার বিবরণসহ আরও অনেক কাহিনি চমৎকারভাবে কাব্যাকারে ফুটে উঠেছে (সাফা ৮০৪)। এ কাব্যগ্রন্থ সম্পর্কে কবি হাকিম নিজামি গাঞ্জুবির দু'টি বেইত উদ্ধৃতি দেওয়া হলো-

از پس پانصد و نود سه بر آن گفتم این نامه را چو ناموران
روز بر چارده ز ماه صیام چار ساعت ز روز رفته تمام

(নিজামি গাঞ্জুবি ৪৯৭)

পাঁচশত তিরানব্বই বছর পর ঐ সম্পর্কে,
বললাম এ গ্রন্থটি এতোই প্রসিদ্ধ।
রমযান মাসের চৌদ্দ দিন,
প্রতিদিন চার ঘন্টা করে শেষ করেছি।

নিজামি গাঞ্জুবি রচিত *হাফত পেইকার* একটি অনবদ্য প্রেমকাহিনী নির্ভর কাব্যগ্রন্থ। এতে সাতটি ছবি তথা সাত জন রাজকুমারীর সৌন্দর্য বর্ণনার পাশাপাশি প্রেম-ভালোবাসা, চাওয়া-পাওয়া, আবেগ-অনুভূতি, আশা-আকাঙ্ক্ষা প্রভৃতি বিষয় উপস্থাপন করা হয়েছে। এ কাব্যগ্রন্থের কাহিনী হলো- ইরানের সামানি রাজবংশের বিখ্যাত বাদশাহ ইয়াযদগারদ তাঁর পুত্র বাহরাম গোরকে সুশিক্ষায় শিক্ষিত করে গড়ে তোলার জন্য আরবের শ্রেষ্ঠ জ্ঞানী লোকমান হাকিমের কাছে প্রেরণ করেন। সেখানে একটি গোপন কক্ষে প্রবেশ করে বাহরাম গোর সাতজন রাজকুমারীর ছবি দেখে মুগ্ধ হন এবং তাঁদের প্রত্যেককে বিবাহ করার ইচ্ছা পোষণ করেন। ক্ষমতায় আরোহণ করে তিনি সাতজনকেই বিবাহ করেন এবং তাঁদেরকে নিজ দেশের অনুকরণে সাতটি বিভিন্ন রঙের রাজপ্রাসাদ তৈরি করে দিয়েছিলেন। সপ্তাহে সাত দিন তিনি সাত জনের সাথে রাত্রিযাপন করতেন এবং তাদের প্রত্যেকের কাছ থেকে একটি করে গল্প শুনতেন। সাতটি কাহিনির মধ্যে সবচেয়ে রোমান্টিক ও আকর্ষণীয় ছিল ভারতীয় রাজকন্যার কাহিনি (সাত্তার ৩৩)। এই প্রাসাদের ঘটনা ব্যক্ত করতে গিয়ে কবি নিজামি গাঞ্জুবি যে কাব্য রচনা করেছেন সেখান থেকে নিচে দু'টি বেইত তুলে ধরা হলো-

سوی گنبد سرای غالیه فام پیش بانوی هند شد بسلام
تاشت آنجا نشاط و بازی کرد عوی سوزی و عطر سازی کرد

(নিজামি গাঞ্জুবি ৫৮৪)

পুরো গম্বুজ ছিলো রঙ্গীন ও সুগন্ধিযুক্ত প্রসাধনীতে পূর্ণ
তাঁর সামনে ভারতীয় মহিলা আসলেন।
রাত্রি পর্যন্ত সেখানে আনন্দ উদ্দীপনা ও প্রেমের খেলায় মত্ত রইলেন
সুগন্ধিযুক্ত আতরের আসর জমালেন।

নিজামি গাঞ্জুবি রচিত *হাফত পেইকার* গ্রন্থের পুরোটা কাব্যে প্রেমের কাহিনী ব্যক্ত করেছেন। তিনি এ কাব্যগ্রন্থে প্রেমের গভীর আবেগ-অনুভূতি, মান-অভিমান, অভিযোগ-অনুযোগ, মিলন-বিরহ, হাসি-আনন্দ প্রভৃতি অত্যন্ত চমৎকার প্রকাশভঙ্গির মাধ্যমে উপস্থাপন করেছেন। যা সফলতার সাথে পাঠকদের হৃদয় জয় করতে সক্ষম হয়েছে।

ইসকান্দার নামা (اسکندر نامه) :

নিজামি গাঞ্জুবির পঞ্চম মাসনাভি কাব্যগ্রন্থ হলো *এসকান্দার নামা*। এটি দু'টি অংশে বিভক্ত। প্রথম অংশকে *শারফ নামা* এবং দ্বিতীয় অংশকে *ইকবাল নামা* বলা হয় (Ahmad 148)। প্রথম ও দ্বিতীয় অংশের সমন্বয় এতে প্রায় ১০,৫০০টি পঙ্‌ক্তি রয়েছে (সাফা ৮০৪)। তন্মধ্যে *শারফ নামাতে* ৬,৮০০টি পঙ্‌ক্তি ও *ইকবাল নামাতে* ৩,৭০০টি পঙ্‌ক্তি রয়েছে। কবি নিজামি গাঞ্জুবি এ কাব্যগ্রন্থটি ৫৯৭ হিজরি মোতাবেক ১২০০ খ্রিষ্টাব্দে রচনা করা হয় (Arberry 126)। প্রথম খণ্ডে রয়েছে আলেকজান্ডারের বিজয় অভিযানের সাফল্য এবং ২য় খন্ডে তাঁর জীবন দর্শনের কীর্তি রয়েছে।

এ কাব্যগ্রন্থে নিজামি আলেকজান্ডারকে একজন যোদ্ধ ও দার্শনিক হিসেবে চিত্রিত করেছেন। এর কবিতার ভাষা ও শৈলী সরল, সুস্পষ্ট এবং কোনো অত্যধিক বাগ্মীতা স্বীকার করে না কিন্তু তা সত্ত্বেও এটি কাব্যিক ও দার্শনিক গভীরতা অর্জন করে। নিজামি গাঞ্জুবি *এসকান্দার নামা* কাব্যগ্রন্থের শেষাংশে এসকান্দারের কিছু উপদেশ উল্লেখ করেছেন। নিচে এ কাব্যগ্রন্থ থেকে একটি বেইত পেশ করা হলো-

خدا یا جهان پادشاهی تراست زما خدمت آید خدائی تراست

(নিজামি গাঞ্জুবি ১)

হে খোদা পৃথিবীর রাজত্ব তোমার
আমারা তোমার গোলামীর জন্য, খোদায়িত্ব তোমার।

দিওয়ানে নিজামি (دیوان نظامی) :

নিজামি গাঞ্জুবির গজল, কাসিদা, রুবাঈ এবং কেতা সম্বলিত একটি *দিওয়ান* তথা কাব্য সংকলন রয়েছে। এটিকে *দিওয়ানে নিজামি* বলা হয়। নিজামি গাঞ্জুবি এ কাব্যগ্রন্থটি ১১৮৮ খ্রিষ্টাব্দে রচনা করেন। *দিওয়ানে নিজামি* কাব্যগ্রন্থে প্রায় ২০,০০০টি পঙ্‌ক্তি রয়েছে। নিজামি গাঞ্জুবি *দিওয়ানে নিজামি* কাব্যের মাধ্যমে সুফি মতবাদ ব্যক্ত করেছেন (Rypka 212)। তাঁর *দিওয়ানে নিজামি* সম্পর্কে Tanwir Ahmad বলেন-

> The lyrical Diwan is said to have contained about 20,000 verses of which, comparatively a few (about 2000) couplets from Ghazals and Qasidas have survived. these verses exhibit that they were written by a great master of Ghazal (Ahmad 149-150).

উপসংহার :

নিজামি গাঞ্জুবি কবিতায় নতুন চিন্তা-চেতনা সঞ্চারিত করার ক্ষেত্রে অসাধারণ প্রতিভার অধিকারী ছিলেন। তিনি নতুন ও খুব সুন্দর রূপক এবং সূক্ষ্ম চিন্তার প্রবর্তক ছিলেন। তিনি দক্ষতার সাথে আরবি শব্দ ও বাণী ব্যবহার করেছেন। তাঁর মহৎ ও মর্যাদাপূর্ণ ধারণা ও কল্পনা, অসীম ধর্মীয় অনুভূতি, অভিব্যক্তির নির্ভূল উপাদান নির্বাচন এবং বিন্যাস, দার্শনিক গভীরতা, উচ্চতর কৌশল এবং সমাজিক উপলব্ধির কারণে তিনি খ্যাতি অর্জন করেছেন। তিনি তাঁর তীব্র ধর্মীয় অনুভূতি, তাঁর উচ্চ নৈতিক ধারণা এবং অভ্যন্তরীণ মানসিক সম্পদের প্রকাশে তাঁর সংযমের জন্য প্রশংসিত হয়েছেন। তাঁর কাব্যে তিনি রাজা-বাদশাহদের অতিরঞ্জিত প্রশংসা করেননি। তিনি কাব্যশিল্পে কৃতিত্বের পাশাপাশি তাঁর নৈতিক উৎকর্ষে পরবর্তী এবং সমসাময়িকদের মাধ্যমে অতুলনীয় প্রশংসিত ছিলেন।

নিজামি গাঞ্জুবি মূলত *খামসায়ে নিজামি* এর উপর ভিত্তি করে খ্যাতি ও প্রসিদ্ধি অর্জন করেন। এটি কেবল সাহিত্যিক উৎকর্ষের একটি গুরুত্বপূর্ণ কাব্যগ্রন্থ নয়, এতে অকৃত্রিম অতীন্দ্রিয় আবেগের সাথে মহৎ চিন্তাধারার সমন্বয় ঘটেছে। আজ থেকে আটশত বছর পূর্বে নিজামি গাঞ্জুবি মৃত্যুবরণ করলেও আজো তিনি তাঁর কাব্য সাহিত্যের মাধ্যমে বিশ্ববাসীর কাছে চিরস্মরণীয় হয়ে আছেন।

টীকা :

১. গাঞ্জ : আজারবাইজানের প্রজাতন্ত্রের একটি প্রসিদ্ধ শহর। রাশিয়ার সরকার ককেশাস শহরগুলো দখল করার পর গাঞ্জের নাম রাখেন এলিজাবেতপুল। পরবর্তীতে সোভিয়েত শাসনামলে এর নাম পরিবর্তন করে কেইরুফ আবাদ রাখা হয়। ইরানের উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে অবস্থিত এ শহর, সাহিত্য ও সংস্কৃতির কেন্দ্রবিন্দু হিসেবে পরিচিত (যানযানি ১৭২)।

তথ্যসূত্র

ফারসি ও উর্দু গ্রন্থসমূহ

কেশাভারযি, কায়খসরু। *তারিখে আদাবিয়াতে ইরান*। এন্তেশারাতে হায়দারি, ১৩৭০ [সৌরবর্ষ]।

নিজামি গাঞ্জুবি। *দিওয়ানে কাসায়েদ ওয়া গাজালিয়াতে নিজামি গাঞ্জুবি*। সাঈদ নাফিসি (সম্পাদিত), এন্তেশারাতে এলমি, ১৩৩৮ [সৌরবর্ষ]।

নিজামি গাঞ্জুবি। *কুল্লিয়াতে খামসায়ে নিজামি গাঞ্জুবি*। মুঈনফার (সম্পাদিত), এন্তেশারাতে যাররিন, ১৩৬২ [সৌরবর্ষ]।

নিজামি গাঞ্জুবি। *মাখযানুল আসরারে নিজামি গাঞ্জুবি*। রুস্তম আলি উফ (সম্পাদিত), এন্তেশারাতে বাইনুল মিলালি আল হুদা, ১৩৭৪ [সৌরবর্ষ]।

নিজামি গাঞ্জুবি। *শারফ নামা*। এন্তেশারাতে আমিরে কাবির, ১৩৯৩ [সৌরবর্ষ]।

নেযাদ, কামেল আহমেদ। *তাহলিলে আসারে নিজামি গাঞ্জুবি*। এন্তেশারাতে এলমি, ১৩৬৯ [সৌরবর্ষ]।

বাদাখশানি, মির্যা মকবুল বেগ। *আদাব নামে ইরান*। ইউনিভার্সিটি বুক এজেন্সি।

যানযানি, বারাআত। *আহওয়াল ওয়া আসার ওয়া শারহে মাখযানুল আসরারে নিজামি গাঞ্জুবি*। এন্তেশারাতে দানেশগাহ, ১৩৭২ [সৌরবর্ষ]।

রাযি, আব্দুল্লাহ। *তারিখে কামেলে ইরান*। এন্তেশারাতে ইকবাল, ১৩৭৩ [সৌরবর্ষ]।

শাকিবা, পারভিন। *শেরে ফারসি আয অগায তা এমরোয*। এন্তেশারাতে হিরমান্দ, ১৩৭৩ [সৌরবর্ষ]।

শাফাক, রেযা যাদেহ। *তারিখে আদাবিয়াতে ইরান*। এন্তেশারাতে অহাঙ্গ, ১৩৬৯ [সৌরবর্ষ]।

সাফা, যবিহ উল্লাহ। *তারিখে আদাবিয়াত দার ইরান* (২য় খণ্ড)। এন্তেশারাতে ফেরদৌসি, ১৩৯১ [সৌরবর্ষ]।

সোবহানি, তাওফিক হা.। *তারিখে আদাবিয়াত*। এন্তেশারাতে দানেশগাহে পায়ামে নূর, ১৩৭৫ [সৌরবর্ষ]।

সারভাত, মানসুর। *গাঞ্জিনায়ে হেকমাত দার আসারে নিজামি*। এন্তেশারাতে আমিরে কাবির, ১৩৭০ [সৌরবর্ষ]।

বাংলা গ্রন্থসমূহ

কালাম সরকার, মো. আবুল। *বাংলাদেশে ফারসি অনুবাদ সাহিত্য*। বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ২০১৫ খ্রি.।

পাল, হরেন্দ্র চন্দ্র। *পারস্য সাহিত্যের ইতিহাস*। শ্রী জগদীস প্রেস, ১৩৬০ বঙ্গাব্দ।

বরকতুল্লাহ, মোহাম্মদ। *মোহাম্মদ বরকতুল্লাহ রচনাবলী* (১ম খণ্ড)। মোহাম্মদ আব্দুল কাইউম (সম্পাদিত), বাংলা একাডেমী, ১৯৮৯ খ্রি.।

বাহ্‌রাম খাঁ, দৌলত উজির। *লায়লী মজনু*। আহমদ শরীফ (সম্পাদিত), মাওলা ব্রাদার্স, ২০১৭ খ্রি.।

সাত্তার, আবদুস্। *ফারসী সাহিত্যের কালক্রম*। ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৭৯ খ্রি.।

ইংরেজি গ্রন্থসমূহ

Ahmed, Tanwir. *A short History of Persian Literature*. Naaz Publishing Center, 1991 CE.

Ahmad, Sheikh Mahmud. *The Pilgrimage of Eternity*. Institute of Islamic Culture, 1961 CE.

Arberry, A. J.. *Classical Persian Literature*. George Allen and Unwin ltd, 1958 CE.

Browne, E.G.. *A Literary History of Persia* (Voll.2). Cambridge University press, 1958 CE.

Rypka, Jan. *History of Iranian Literature*. D. Reidel Publishing Company, 1968 CE.

Wilber, Donald N..*Iran Past and Present*. Princeton University press, 1958 CE.